যায়যায়দিন

তারিখ ... 30 APR 2008
পৃষ্ঠা ৭৫ কলাম ৪

সব বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি বহাল রাখার দাবি

সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের লাইব্রেরি ধর্মঘটের আহ্বান

যাযাদি রিপোর্ট

কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জট নিরসনে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুসারে শুধু বাংলা ও ধর্ম বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি চালু রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু সরকারি এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে সব বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন পদ্ধতি বহাল রাখার দাবি জানানো হয়। এ লক্ষ্যে সারা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য লাইব্রেরি ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়েছে। গতকাল বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির পক্ষ থেকে পাঠানো এক প্রেস রিলিজে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস রিলিজে বলা হয়, কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নের জট নিরসনে গঠিত কমিটির সুপারিশ এ জট আরো বাড়িয়ে তুলেছে। কমিটির সুপারিশ অনুসারে বাংলা ও ধর্ম ছাড়া অন্য সব বিষয়ে পুরনো সিলেবাসে পরীক্ষা নেয়ার কথা বলা হয়। এ সুপারিশের সংক্ষিপ্ত বিবরণী বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার হওয়ায় এটাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ভেবে সারা দেশের শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবকরা চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন।

প্রেস রিলিজে দাবি করা হয়, এরই মধ্যে বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা প্রথম সাময়িক পরীক্ষার প্রস্তুতি এ পদ্ধতিতেই শেষ করেছে। পাশাপাশি সারা দেশের স্কুলগুলোও তাদের প্রশ্ন ছাপা শেষ করেছে, ঠিক সে সময়ে এ সিদ্ধান্ত শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করছে। এছাড়াও অনেক অভিভাবক এরই মধ্যে দ্রব্যমূল্যের এ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তাদের সন্তানদের আবারো নবম শ্রেণীর বই কিনে দেয়া নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন।

তারা দাবি করেন, প্রগতিশীল শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবক ফোরাম কর্তৃক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন বহাল রাখার পক্ষে সংগৃহীত ১০ লক্ষাধিক স্বাক্ষর এ পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ বহাল রাখার পক্ষের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। তাই সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অর্থ এবং সময়ের অপচয়সহ প্রকাশনা শিল্পে বিপর্যয় ঘটবে। এ জন্য বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি তাদের সব সদস্যের মাধ্যমে একযোগে সারা দেশের লাইব্রেরি ও শিক্ষা উপকরণ বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহ্বানে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।